দৈনিক প্রথম আলো

ব্যাংক খাতে ২ লাখ গ্রাহক ঋণখেলাপি

সানাউল্লাহ সাকিব ●

ভোক্তা ও কার্ড ব্যবসায় এগিয়ে যারা, খেলাপি গ্রাহকের শীর্ষেও তারা। এসব ঋণ অনেকটাই জামানতবিহীন, এ কারণে গ্রাহকেরা খেলাপিও হয়ে পড়ছেন দ্রুত। তবে ছোট অঙ্কের ঋণ হওয়ায় এসব খেলাপি নিয়ে ব্যাংকগুলোও তেমন চিন্তিত নয় বলে জানিয়েছে। যদিও প্রত্যেক খেলাপি গ্রাহকের জন্য ব্যাংকগুলোকে পৃথকভাবে নথি প্রস্তুত করতে হয়। আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই নেওয়া হয় এ প্রস্তুতি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ তথ্য ব্যুরোর (সিআইবি) মার্চভিত্তিক তথ্যে দেখা গেছে, গত মার্চ পর্যন্ত খেলাপি গ্রাহকের শীর্ষে রয়েছে বেসরকারি খাতের ব্র্যাক ব্যাংক। এরপরই রয়েছে বিদেশি মালিকানাধীন স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড, দেশীয় দ্য সিটি ও ইস্টার্ণ ব্যাংক। তবে কৃষকদের ছোট অঙ্কের ঋণ দেওয়া রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকও উঠে এসেছে শীর্ষ ১০-এর তালিকায়। এরপর রয়েছে পূবালী, প্রাইম, অগ্রণী, উত্তরা ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক।

কেন খেলাপি গ্রাহকের শীর্ষ তালিকায় ভোক্তা ও কার্ড ব্যবসায় মনোযোগী ব্যাংকগুলো—জানতে চাইলে দ্য সিটি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাশরুর আরেফিন *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকগুলোর কার্ডে ৫ শতাংশ খেলাপি, এ ছাড়া ভোক্তা ঋণেও খেলাপি একটু বেশি। এ কারণে এসব ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা বেশি। তবে এসব খেলাপির টাকার অঙ্ক খুব বেশি নয়।

মাশরুর আরেফিন বলেন, ভোক্তা ও কার্ডে খেলাপি নিয়ে ব্যাংকগুলো চিন্তিত নয়। কারণ এসব খেলাপির কাছে পাওনা থাকে সর্বোচ্চ ১০ লাখ, অনেকের কাছে ২০-৩০ হাজারও থাকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত মার্চ পর্যন্ত ব্র্যাক ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা ৩৯ হাজার ৫৬২। এসব গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের পাওনা ৬৫২ কোটি টাকা। বেসরকারি খাতের এ ব্যাংক ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতে (এসএমই) অগ্রণী ঋণ বিতরণ করায় খেলাপি গ্রাহকের পরিমাণ বেড়েছে। এ ছাড়া কয়েক বছর ধরে ব্যাংকটি ভোক্তা রিটেইল (খুচরা) ঋণেও অগ্রণী হয়ে পড়েছে।

যোগাযোগ করা হলে ব্র্যাক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সেলিম আর এফ হুসেইন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে থাকি। এ কারণে খেলাপি গ্রাহক বেশি। তবে খেলাপি গ্রাহক বেশি এটা কোনো ব্যাপার নয়। খেলাপি ঋণ কত সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

খেলাপি গ্রাহকের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড। মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকটির ৩০ হাজার ৩৪৬ জন গ্রাহক খেলাপি হয়ে পড়েছেন। এসব গ্রাহকের কাছে পাওনা ৪৬৩ কোটি টাকা। এসব গ্রাহকের বড় অংশই ক্রেডিট কার্ড ও রিটেইল ঋণের।

দ্য সিটি ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা ১৬ হাজার ৫৪৯। তাঁদের কাছে আটকে আছে ব্যাংকটির ১ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। এসব গ্রাহকের বড় অংশই ক্রেডিট কার্ড ও রিটেইল ঋণের। তবে বড় অঙ্কের ঋণ নিয়েছেন এমন কয়েকজন গ্রাহকও খেলাপি হয়ে পড়েছেন ব্যাংকটির।

এরপরই খেলাপি গ্রাহকের তালিকায় রয়েছে ইস্টার্ণ ব্যাংক। ব্যাংকটির ১২ হাজার ৪৩৩ জন গ্রাহক খেলাপি। তাঁদের কাছে আটকে আছে ৬১৯ কোটি টাকা।

গত জানুয়ারিতে প্রায় ৮ লাখ ৭৭ হাজার ক্রেডিট কার্ড চালু ছিল। এর মধ্যে দ্য সিটি ব্যাংকেরই ২ লাখ ৮ হাজার। এ ছাড়া ইস্টার্ণ ব্যাংকের কার্ড ১ লাখ ৫০ হাজার, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ডের ১ লাখ ৫০ হাজার ও ব্র্যাক ব্যাংকের ১ লাখ ৩ হাজার।

তবে কার্ড ও রিটেইল ঋণ ব্যবসা নেই এমন ব্যাংকও এ তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে এসেছে। উত্তরাঞ্চলের কৃষকদের সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা ১০ হাজার ৯১০। ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ হাজার ৫ কোটি টাকা।

বেসরকারি খাতের পূবালী ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ১০ হাজার ৬২ জন। মার্চ পর্যন্ত এসব গ্রাহকের কাছে আটকে আছে ১ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা। ছোট ঋণের পাশাপাশি বড় অঙ্কের বেশ কয়েকজন গ্রাহকও খেলাপি হয়ে পড়েছেন ব্যাংকটির।

প্রাইম ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ৯ হাজার ২২০ জন। এসব গ্রাহকের কাছে আটকে আছে ব্যাংকটির ১ হাজার ১৪৭ কোটি টাকা।

রাষ্ট্রমালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ৮ হাজার ৬০০ জন। খেলাপি গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের পাওনা ৬ হাজার ৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে শীর্ষ খেলাপিদের কাছেই আটকে আছে বড় অংশ। ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ব্যাংকটিকে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে। এসব ঋণই পরবর্তী সময়ে খেলাপি হয়ে পড়ে। অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকটির তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ আবদুল হামিদকে অপসারণও করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

বেসরকারি খাতের উত্তরা ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ৭ হাজার ৬৮৯ জন। গ্রাহকদের কাছে ব্যাংকের পাওনা ৭২০ কোটি টাকা। ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের খেলাপি গ্রাহক ৭ হাজার ৬৫৫ জন। এসব গ্রাহকের কাছে ব্যাংকের আটকে আছে ১ হাজার ৮২৯ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হিসাবমতে, গত মার্চ পর্যন্ত দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি গ্রাহকের সংখ্যা ২ লাখ ২ হাজার ৬২৩। এসব গ্রাহকের কাছে ব্যাংকগুলোর আটকে আছে ৭৩ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা। এর বাইরে আরও ৪৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ অবলোপন করা হয়েছে। গত সোমবার জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ১১ হাজার ৩৪৭ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যাংকগুলো ছোট-বড় কোনো ঋণই নিয়ম মেনে বিতরণ করছে না। এ কারণে ঋণগুলো খেলাপি হয়ে পড়ছে। ঋণ বিতরণে ব্যাংকগুলোকে আরও স্বচ্ছতা আনতে হবে।

The Export Leader
CROWN CEMENT
FOR SOLID FOUNDATION

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

The Daily Star

তারিখ : 16 JUL 2017

Banking Companies Act to be amended to fund power projects

STAR BUSINESS REPORT

The government may amend the banking law to facilitate the country's power sector to get loans beyond the single borrower exposure limit.

The move comes after the power division last month requested banks to channel Tk 20,000 crore into the power sector over the next six months.

At present, banks can provide loans of up to 25 percent of their capital to a single borrower. For some banks it would not be possible to lend at a scale needed by the power sector companies without exceeding the limit.

For instance, a prominent business group has recently sought a large sum for its power project from a state-owned bank but was turned away due to the single borrower exposure provision.

This prompted the chairman of the group to request the Bangladesh Bank to relax the provision.

Subsequently, a committee was formed on July 4 to go through the Bank Company Act 1991 to check if there is any provision that bars banks from providing large loans to the power sector. If yes, the committee has to recommend the necessary amendments.

The single borrower exposure limit is a global practice to enable banks to effectively manage their credit risks, said Salehuddin Ahmed, a former governor of the BB.

READ MORE ON B3

Banking Companies Act to be amended to fund power projects

FROM PAGE B1

He said the amendment of the provision to facilitate a certain sector will put the banks at risk and harm the financial stability.

Moreover, such amendment will reduce the bank's ability to comply with Basel-III capital requirement, Ahmed added.

The move to amend the law is to facilitate a certain business group, said a senior executive of a private bank.

"It will open up opportunity for the group to take money from the government bank," he added.

The Banking Companies Act 1991 was last amended in 2013 to extend the tenure of shareholding directors and double the number of directors in a bank's board from a single family.

The amendments, which were as per the recommendation of the International Monetary Fund and followed international best practices, came against the backdrop of directors getting involved in irregularities.

দৈনিক যুগান্তর

16 JUL 2017

সুদ মওকুফের হিড়িক

হামিদ বিশ্বাস

রাষ্ট্রায়ত্ত সাত ব্যাংকে সুদ মওকুফের হিড়িক পড়েছে। গত পাঁচ বছরে ব্যাংকগুলো ১ হাজার ৮৪৮ কোটি টাকার সুদ মওকুফ করেছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, একদিকে প্রভিশন ঘাটতি অপরদিকে সুদ মওকুফ- দুটোই পরস্পরবিরোধী। মূলত ভুয়া কাগজপত্র, অতিমূল্যায়িত জামানত এবং রাজনৈতিক প্রভাবে যে ঋণ দেয়া হয়েছে তাতে সুদ মওকুফ বেশি হচ্ছে। যদিও ব্যাংকগুলোর দাবি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়াসহ যৌক্তিক কারণে সুদ মওকুফ করা হয়েছে।

বিপুল প্রভিশন (নিরাপত্তা সঞ্চিতি) ঘাটতিতে পড়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, রূপালী ও বেসিক ব্যাংক। তবুও ব্যাংকগুলো সুদ মওকুফ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট ব্যাংক সূত্র জানায়, ২০১২ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে ১ হাজার ৮৪৮ কোটি ৫২ লাখ টাকার সুদ মওকুফ করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত সাত ব্যাংক। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সোনালী ব্যাংক গত পাঁচ বছরে ৫৯৪ কোটি ৩৭ লাখ টাকার সুদ মওকুফ করেছে। অগ্রণী ব্যাংক করেছে ৬৩৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এছাড়া রূপালী ২৭৪ কোটি ১৬ লাখ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৭৪ কোটি ৭৮ লাখ, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ১৭ কোটি ৯১ লাখ, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ১১৪ কোটি ৬৩ লাখ ও বেসিক ব্যাংক ৩১ কোটি ৩১ লাখ টাকার সুদ মওকুফ করেছে।

জানতে চাইলে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ শামস-উল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, সুদ মওকুফ একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। বিভিন্ন কারণে ব্যাংক সুদ মওকুফ করে থাকে। অনেক সময় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা লাভজনক না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অনেক গ্রাহক ব্যবসায় লোকসান গুনতে পারেন। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলেও ব্যবসা-বাণিজ্য খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সেসব ক্ষেত্রে ব্যাংকের টাকা পুনরুদ্ধারে অনেক সময় সুদ মওকুফের বিষয়টি চলে আসে। তবে এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা রয়েছে। চাইলেই যেকোনো সুদ মওকুফের সুযোগ নেই। সুদ মওকুফের ক্ষেত্রে ব্যাংকের যাতে কোনো ধরনের ক্ষতি না হয়, সে বিষয়টিও আমলে রাখতে হয়। তিনি বলেন, সরকারি ব্যাংক শুধু মুনাফার কথা বিবেচনা করে না। সাধারণ মানুষের প্রতিও কিছু দায়বদ্ধতা রয়েছে। এমন বিবেচনা থেকেই ঋণ মওকুফের সুযোগ দেয়া হয়।

সূত্র জানায়, সুদ মওকুফ-সংক্রান্ত নীতিমালা অনুসরণ করেই ব্যাংকগুলো বিভিন্ন ঋণের বিপরীতে সুদ মওকুফ করে থাকে। এক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর কষ্ট অব ফান্ড আদায় নিশ্চিত করা এবং ব্যাংকের আয় হিসাব ডেবিট না করে আরোপিত সুদ মওকুফ এবং অনারোপিত সুদ মওকুফের বিষয়ে ব্যাংক অথবা পর্ষদ প্রতিটি কেসের যথার্থতা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে খেলাপি ঋণের সুদ মওকুফের বিষয়ে বেশ কিছু শর্তের কথা বলা আছে নীতিমালায়। সেসব শর্তের মধ্যে রয়েছে— সুদ

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক

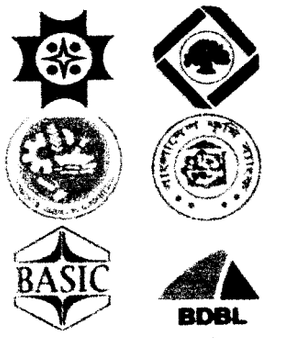

মওকুফোত্তর অবশিষ্ট অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সাধারণত এ সময়সীমা ৯০ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে রাখার কথা বলা আছে নীতিমালায়।

জানতে চাইলে রূপালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) আতাউর রহমান প্রধান যুগান্তরকে বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ যৌক্তিক কারণে সুদ মওকুফ করা হয়। ভালো প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়া হল কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ব্যবসায় লোকসান দিয়েছে, এমন প্রতিষ্ঠানকে আলোচনা সাপেক্ষে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়। সূত্র আরও জানায়, সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট অর্থ আদায়ের পর সুদ মওকুফ সুবিধা কার্যকর হয়। আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গ্রাহক মওকুফোত্তর পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে সুদ মওকুফ সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। সুদ মওকুফ সুবিধা দিতে গ্রাহকের কাছ থেকে সুদ মওকুফোত্তর অবশিষ্ট অর্থের সমপরিমাণ একটি অগ্রিম তারিখযুক্ত চেক নেয়া হয়। নির্ধারিত তারিখে ওই চেক নগদায়ন না হলে গ্রাহকের বিরুদ্ধে নেগোশিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট ১৮৮১ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের শর্ত সংযুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে সুদ মওকুফ হিসাবে গড়মিলজনিত কারণে যদি অতিরিক্ত অর্থ আদায়যোগ্য হয়, তবে গ্রাহককে তা পরিশোধে বাধ্য করার কথা বলা আছে নীতিমালায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের প্রথম তিন মাসে সোনালী ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতি ৩২৭ কোটি টাকা বেড়েছে। ২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা, যা চলতি বছরের মার্চে ২ হাজার ১০৩ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। মার্চ শেষে সোনালী ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৪২৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপি হয়ে গেছে ব্যাংকটির ১০ হাজার ৬২৮ কোটি টাকার ঋণ। সোনালীর বিতরণ করা ঋণের প্রায় ৩৩ শতাংশই খেলাপির খাতায় চলে গেছে। যদিও প্রকৃত চিত্র আরও ভয়াবহ। এছাড়া প্রভিশন ঘাটতি বেড়েছে শেয়ারবাজারে নিবন্ধিত রাষ্ট্রায়ত্ত রূপালী ব্যাংকেরও। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৪১ কোটি টাকা। তিন মাসের ব্যবধানে মার্চে এসে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা। মূলত খেলাপি ঋণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি বাড়িয়েছে। ২০১৬ সাল শেষে রূপালী ব্যাংকের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৭৯৩ কোটি টাকা। চলতি বছরের মার্চে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ২৬৪ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা ব্যাংকটির বিতরণকৃত ঋণের ২৪ দশমিক ৫৫ শতাংশ। এর বাইরে লুটপাটে বিপর্যয়ের শিকার বেসিক ব্যাংকের প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ডিসেম্বরের তুলনায় কমেছে মার্চ প্রান্তিকে। গত বছরের ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৪ হাজার ৬৩ কোটি টাকা, যা মার্চ শেষে ২ হাজার ৮৮০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭ হাজার ৩৭৩ কোটি টাকা, যা বিতরণকৃত ঋণের ৫৩ দশমিক ৯০ শতাংশ।

দৈনিক নয়া দিগন্ত

16 JUL 2017

নগদ আদায় হ্রাসে ব্যাংকের বিনিয়োগ সক্ষমতা কমছে

● আশরাফুল ইসলাম

দীর্ঘ দিন ধরে ঝুলে থাকা ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ আদায় হচ্ছে না। এতে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকে নগদ আদায় কমে গেছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে ব্যাংকের বিনিয়োগ সক্ষমতার ওপর। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, ব্যাংকিং খাতে পুঞ্জীভূত অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ রয়েছে প্রায় ৪৩ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু তিন মাসে আদায় হয়েছে মাত্র ৩১৮ কোটি টাকা। এ হিসাব গত ডিসেম্বর প্রান্তিকের। এক বছর আগে একই সময়ে আদায় হয়েছিল ৩২৭ কোটি টাকা। ব্যাংকাররা জানিয়েছেন, নগদ আদায় কমে যাওয়ায় এক দিকে ব্যাংক যেমন বিনিয়োগ সক্ষমতা হারাচ্ছে, পাশাপাশি ঋণ আটকে যাওয়ায় ব্যাংকগুলোর আয় কমে যাচ্ছে। এতে বছর শেষে লভ্যাংশ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ পরিসংখ্যান মতে, সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এই ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ডিসেম্বর প্রান্তিকে পুঞ্জীভূত ঋণ অবলোপন হয়েছে, ২২ হাজার ২১৭ কোটি টাকা, এর বিপরীতে ডিসেম্বর প্রান্তিকে তিন মাসে ব্যাংকগুলো আদায় করতে পেরেছে মাত্র ১৬৯ কোটি টাকা। দুই বিশেষায়িত ব্যাংক বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ডিসেম্বর প্রান্তিকে পুঞ্জীভূত ঋণ অবলোপন হয়েছে ৫৫৫ কোটি টাকা। কিন্তু ওই তিন মাসে আদায় হয়েছে মাত্র এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা। ৩৯টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে ৩০টির ডিসেম্বর প্রান্তিকে পুঞ্জীভূত ঋণ অবলোপনের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ১০৮ কোটি টাকা। কিন্তু এ সময়ে তারা আদায় করতে পেরেছে মাত্র ১৪৪ কোটি টাকা।

তিন মাসে আদায় ৩১৮ কোটি টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পুঞ্জীভূত খেলাপি ঋণগুলো আদায় হচ্ছে না। যারা ঋণ নিয়েছেন তারা ঋণ পরিশোধ না করায় ব্যাংকগুলোর সামগ্রিক ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। দেশের প্রথম প্রজন্মের একটি ব্যাংকের এমডি গতকাল নয়া দিগন্তকে জানিয়েছেন, অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের জন্য মামলা হয়েছে ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে। এসব মামলা বছরের পর বছর ঝুলে রয়েছে। এসব মামলা পরিচালনা করতেও ব্যাংকের বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আবার কিছু মামলা নিষ্পত্তি হলেও ওই সব মামলার বিপরীতে ব্যাংকের দাবিকৃত অর্থ আদায় হচ্ছে না। বছরের পর বছর খেলাপিরা ব্যাংকের ঋণ আটকে রেখেছেন। এতে ব্যাংকগুলোর নানা ধরনের সমস্যা হচ্ছে। খেলাপিরা যেসব ঋণ আটকে রেখেছেন, ওই ঋণের অর্থ সাধারণ আমানতকারীদের অর্থ। খেলাপিরা ঋণ আটকে রাখলেও এর বিপরীতে আমানতকারীদের অর্থ নির্ধারিত মেয়াদ শেষে মুনাফাসহ ফেরত দিতে হচ্ছে। অপর দিকে যেসব ঋণ অবলোপন করা হচ্ছে ওই সব ঋণের বিপরীতে ব্যাংকগুলোর শতভাগ প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হচ্ছে। প্রভিশন সংরক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাংকগুলোর মুনাফার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ চলে যাচ্ছে। এতে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকের আয় কমে যাচ্ছে। আর ব্যাংকের আয় কমে যাওয়ায় প্রকৃত মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন সাধারণ শেয়ার হোল্ডাররা।

ব্যাংকের শুধু মুনাফাই কমছে না; বিনিয়োগ সক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। কারণ ব্যাংকগুলোর ঋণ আটকে যাওয়ায় ■ *১৫ পৃ: ৬-এর কলামে*

নগদ আদায় হ্রাসে

শেষ পৃষ্ঠার পর

এর বিপরীতে নির্ধারিত মেয়াদ শেষে আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে হচ্ছে। নতুন আমানত নিয়ে পুরনো আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে হচ্ছে। ঋণ আদায় হলে ব্যাংকগুলো বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারত, এখন আদায় না হওয়ায় কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ করতে পারছে না ব্যাংকগুলো।

এর প্রভাব সম্পর্কে অপর এক ব্যাংকের এমডি জানিয়েছেন, বর্তমানে বিনিয়োগ চাহিদা না থাকায় ব্যাংকগুলোর শুধু মুনাফা কমে যাওয়া ছাড়া আর তেমন কোনো প্রভাব পড়ছে না। তবে বিনিয়োগ চাহিদা সৃষ্টি হলে ব্যাংকগুলো তখন নগদ টাকার অভাবে কাঙ্ক্ষিত হারে বিনিয়োগ করতে পারবে না। এতে কাঙ্ক্ষিত হারে প্রবৃদ্ধিও অর্জিত হবে না।

The Financial Express

16 JUL 2017

Banking, business majors' profits boost corporate tax

Doulot Akter Mala

Increased profits netted by major commercial banks and big companies yielded higher revenues for government exchequer by over 7.0 per cent in the immediate-past fiscal.

Officials said the corporate-tax collection by the Large Taxpayers Unit (LTU) under income tax wing of the National Board of Revenues (NBR) marked a fair growth in the just-concluded fiscal year (FY) due to increase in profits of the major commercial banks and large businesses.

Taxmen collect Tk 149b from large taxpayers in FY '17

According to provisional figures, the LTU collected Tk 149 billion in income tax in FY 2016-17, up by nearly Tk 10 billion from previous year's figure.

Corporate-tax collection was Tk 139.11 billion and Tk 144.81 billion in 2015-16 and 2014-15 respectively.

However, target for the unit was Tk 175 billion as per original estimate of revenue target of Tk 2.03 trillion handed to the NBR.

Although the government revised the aggregate revenue- collection target downward to Tk 1.85 trillion, it was not reset in the field-level tax offices.

Officials in the unit said multinational companies (MNCs) under the unit paid advance tax worth Tk 18 billion in 2015-16 due to change in their income year in the budget for that year.

As per that budget, all companies, bar banks and non-banking financial institutions (NBFIs), had to follow July-June income year.

However, the measure went through a change in 2016-17 budget following difficulties facing the MNCs.

Now, MNCs and their subsidiaries can follow the income year as per their parent companies.

A senior official of the unit said tax collection could have been much higher last year had the advance tax not been paid that year.

Continued to page 7 Col. 1

Banking, business

Continued from page 1 col. 4

"The LTU has intensified monitoring, audit and motivation activity to increase revenue collection despite all odds and having a few number of companies," he added.

Some 60 per cent of the income tax of the unit comes from country's commercial banks.

In January-June 2017 period, operating profits of the country's private commercial banks (PCBs) showed an uptrend.

Fifteen major banks posted higher growth in their operating profits due to a rising trend in private-sector credits.

Banking-insiders said the declining trend in interest-rate spread, however, put a drag on the overall operational profits of the banks.

The weighted average spread between lending and deposit rates came down to around 4.0 to 5.0 per cent in recent times.

Banks may see the upward growth in operating profits in the July-December 2017 period by reining in non-performing loans, bankers said.

The NBR opened LTU on income tax in 2003 with the support of development partners to deal with the business biggies in case of taxation.

All of the banks, NBFIs, insurance and investment leasing companies and mobile-phone companies are the major taxpayers under LTU.

The unit (LTU) bags the highest amount of revenue among the tax offices as taxpayers under the unit are monitored intensively to collect due taxes.

doulot_akter@yahoo.com

পূবালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

দৈনিক সমকাল

তারিখ : 16 JUL 2017

পূবালী ব্যাংকে কেলেঙ্কারি

জালিয়াতি করে ঋণ মওকুফ করিয়েছিলেন মনজুরুর রহমান

■ সমকাল প্রতিবেদক

জালিয়াতি করে ব্যাংকের নামে ভুয়া নোটশিট তৈরি করে আট পরিচালককে ম্যানেজ করে তাদের সম্মতি স্বাক্ষর নিয়ে নিজের ঋণের টাকা মওকুফ করিয়েছিলেন পূবালী ব্যাংকের পরিচালক মনজুরুর রহমান। এ অপরাধে বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিল। পূবালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই নির্দেশ বাস্তবায়নের আগেই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছিলেন।

সূত্র জানায়, মনজুরুর রহমান তার মালিকানাধীন মেসার্স গ্লোবাল এন্টারপ্রাইজ ও মেসার্স শাহবাজপুর টি কোম্পানির নামে পূবালী ব্যাংক থেকে ৭ লাখ ১ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। পরে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রভাব খাটিয়ে ব্যাংক কোম্পানিজ অ্যাক্ট-১৯১৩-এর ৮৬(এইচ) ধারা লঙ্ঘন করে ৬ লাখ ৪৬ হাজার টাকা ঋণ মওকুফ করিয়েছিলেন। এই জালিয়াতি ঘটনার দালিলিক প্রমাণাদি সমকালের হাতে রয়েছে।

জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক তদন্তে জালিয়াতির ঘটনাটি ধরা পড়ে। পরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে তাকে অপসারণ ও অবৈধভাবে মওকুফ করা টাকা আদায়ের কথা বলা হয়েছিল। এই খবর পেয়ে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেও বর্তমানে তিনি ব্যাংকটির পরিচালক পদে বহাল তবিয়তে আছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পূবালী ব্যাংকের দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা সমকালকে বলেন, একজন পরিচালক হয়ে পরিচালনা পর্ষদকে আড়াল করে জাল নোটশিট তৈরি করে নিজের ঋণের টাকা মওকুফের ঘটনা নজিরবিহীন। জানা গেছে, ওই অপরাধে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

জালিয়াতি করে ঋণ মওকুফ

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

১৯৮৯ সালের ২৪ জুলাই বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে পূবালী ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে একই বছরের ১০ আগস্টের মধ্যে মনজুরুর রহমানকে অপসারণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ওই নির্দেশ অবগত হওয়ার পর মনজুরুর রহমান স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন ৮ আগস্ট। পরে পূবালী ব্যাংকের তৎকালীন চেয়ারম্যান ই. এ. চৌধুরীর সভাপতিত্বে ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত পর্ষদের ৯২তম সভায় মনজুরুর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হয়।

ওই আট পরিচালক ১৯৮৫ সালে একটি জাল নোটশিটে নিজেদের সম্মতি স্বাক্ষর দিয়ে বেআইনিভাবে ওই পরিমাণ ঋণ মওকুফ করিয়েছিলেন। ভুয়া নোটশিটটি পরে ব্যাংকের নথিতে যুক্ত করা হয়েছিল। ১৯৮৯ সালের জুলাইতে পূবালী ব্যাংকের কাছে পাঠানো বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য এক চিঠিতে মওকুফকৃত ওই টাকা এক মাসের মধ্যে আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পরে নির্দেশনা অনুযায়ী ওই টাকা আদায় করা হয়।

ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে ব্যাংকিং কোম্পানিজ অর্ডিন্যান্স-১৯৯২-এর ৮৩(৫) ধারায় ওই আট পরিচালকের প্রতিজনের কাছ থেকে দুই হাজার টাকা করে জরিমানা আদায়েরও নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নির্দেশনা অনুযায়ী এ টাকাও আদায় করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠিতে বলা হয়, মনজুরুর রহমান ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থী কাজ করেছেন, যা জনস্বার্থবিরোধী। এ পরিস্থিতিতে তিনি পরিচালকের দায়িত্বে থাকতে পারেন না। ব্যাংকিং কোম্পানিজ অর্ডিন্যান্স ১৯৬২-এর ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে দেওয়া ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে পরিচালক পদ থেকে অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিল। দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, মনজুরুর রহমান বেআইনিভাবে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির পরিচালক পদে বহাল আছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্সের পরিচালক (বর্তমানে পর্ষদ চেয়ারম্যান) পদে আছেন। একইসঙ্গে তিনি পূবালী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদেও রয়েছেন। বীমা আইন অনুযায়ী তিনি একই সঙ্গে দুটি প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদে থাকতে পারেন না। বীমা আইনের ৭৫ ধারায় বলা হয়, 'অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন বীমা কোম্পানির পরিচালক একই শ্রেণির বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধনকৃত অন্য কোন বীমা কোম্পানি, ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হইতে পারিবেন না।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের (আইডিআরএ) চেয়ারম্যান (চলতি দায়িত্ব) গকুল চাঁদ দাস সমকালকে বলেন, বীমা আইন অনুযায়ী একই ব্যক্তি ব্যাংক ও বীমা কোম্পানির পরিচালক হতে পারবেন না। মনজুরুর রহমানের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে এসেছে। এ ব্যাপারে তার কাছে ব্যাখ্যা চাওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, আইডিআরএ-এর পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদে বর্তমানে দু'জন সদস্য রয়েছেন। এ কারণে অনেক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিগগির সরকার একাধিক সদস্য নিয়োগ দেবে। এর পর এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে।

দৈনিক ইত্তেফাক

16 JUL 2017

পূরণ হয়নি মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্যমাত্রা

অর্থবছরের প্রথমার্ধের মুদ্রানীতি এ মাসের শেষে

■ [illegible] হক কৌশিক

[illegible] মুদ্রানীতিকে [illegible] রেখে জাতীয় [illegible] নেওয়া হয় [illegible] মধ্যে অন্যতম হলো [illegible] খাতে ঋণ প্রবৃদ্ধি বাড়ানো। বিনিয়োগগুলো [illegible] প্রয়োজনীয় [illegible] মুদ্রানীতিতে। টেকসই [illegible] খাতে পড়ে থাকা অলস অর্থ [illegible] কাজে [illegible] ২০১৬-১৭ অর্থবছরের [illegible] কিছুই [illegible]

[illegible] প্রকৃত [illegible] মাত্র ১১ [illegible] ধারণা [illegible] চেয়ে অনেক নিচে থাকবে। মুদ্রানীতিতে [illegible] বলা হয়েছিল তা ৫ দশমিক ৩ [illegible] মধ্যে থাকবে। তবে গত [illegible] শেষে [illegible] দশমিক ৭২ [illegible]

[illegible] দেশের নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ১৭ দশমিক ৩ [illegible] বেড়েছে মাত্র '১২ [illegible] একইভাবে ব্যাপক মুদ্রার ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি। মুদ্রানীতিতে লক্ষ্যমাত্রা সাড়ে ১৫ শতাংশ থাকলেও গত মে মাস পর্যন্ত সময়ে তা ১১ দশমিক ৬৯ শতাংশ হয়েছে। এভাবে অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের (২০১৭-১৮) প্রথমার্ধের (জুলাই-ডিসেম্বর) মুদ্রানীতি ঘোষণা হতে পারে ২৫ জুলাই। বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর ফজলে কবীর মুদ্রানীতি ঘোষণা করবেন।

মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা বা এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যেই মুদ্রানীতি ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতি ৬ মাস অন্তর আগাম মুদ্রানীতি ঘোষণা করে থাকে। দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মুদ্রানীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে পরবর্তী ছয় মাসে অভ্যান্তরীণ ঋণ, মুদ্রা সরবরাহ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ, বৈদেশিক সম্পদ কতটুকু বাড়বে বা কমবে তার একটি পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। মুদ্রানীতি চূড়ান্ত করতে অন্যান্য বছরের মত এবারও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট ব্যাংকার, প্রাক্তন গভর্নর, প্রাক্তন মন্ত্রী, সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

দৈনিক সমকাল
16 JUL 2017

এক বছরে টাকার ৩ শতাংশ দরপতন

সমকাল প্রতিবেদক

এক বছরের ব্যবধানে ডলারের বিপরীতে প্রায় ৩ শতাংশ দর হারিয়েছে টাকা। গত বৃহস্পতিবার ১৩ জুলাই আন্তঃব্যাংকে এক ডলার বিনিময় হয়েছে ৮০ টাকা ৬৪ পয়সায়, যা গত বছরের একই দিনে ছিল ৭৮ টাকা ৪০ পয়সা। এক বছর আগের তুলনায় এক ডলার কিনতে ২ টাকা ২৪ পয়সা বেশি দিতে হয়েছে। এ সময়ে টাকার দরপতন হয়েছে ২ দশমিক ৭৮ শতাংশ। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

টাকার দরপতন হলেও এ সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়েছে ২০৯ কোটি ডলার। গত ১৩ জুলাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল তিন হাজার ২৫২ কোটি ৯৩ লাখ ডলার, যা আগের বছর একই দিনে ছিল তিন হাজার ৪৩ কোটি ৪০ লাখ ডলার।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের (বাফেদা) চেয়ারম্যান ও সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নুরুল আমিন সমকালকে বলেন, শুধু বাংলাদেশের নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুদ্রারই ডলারের বিপরীতে দরপতন হয়েছে। বৈধ পথে রেমিট্যান্স আয় কমে যাওয়া ও প্রত্যাশা অনুযায়ী রফতানি আয় না হওয়া টাকার দরপতনের কারণ। এ ছাড়া প্রবাসী ও রফতানিকারকদের কিছুটা প্রণোদনা দিতে টাকার দর কম রাখারও একটা প্রচেষ্টা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাফেদা ও বাংলাদেশ ব্যাংক যৌথভাবে কাজ করছে বলে জানান তিনি।

মুদ্রা বাজার

এই দরপতনকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তারা। তারা বলছেন, বর্তমানে আমদানি চাহিদা কম রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ খাদ্যপণ্যের দামও কম। ফলে টাকার দরপতন হলে প্রবাসীরা ও রফতানিকারকরা উপকৃত হবেন।

এ সময়ে অবশ্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত-পাকিস্তানের মুদ্রারও ডলারের বিপরীতে দরপতন হয়েছে। গত মে মাস পর্যন্ত ভারতের রুপির দরপতন হয়েছে ৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে প্রবাসী ও রফতানিকারকদের সুবিধা দিতে টাকার দর কমিয়ে রেখেছে। গত কয়েক মাস ধরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ফরেক্স রিজার্ভ অ্যান্ড ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ থেকে প্রতিদিন সকালে আন্তঃব্যাংক বিনিময় হার কী হবে তার জন্য ব্যাংকগুলোকে 'নির্দেশক বিনিময় হার' দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী লেনদেন হয়ে থাকে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক বাজার থেকে ৪১৩ কোটি ডলার কেনে। কোনো ডলার ওই বছর বিক্রি করেনি কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কিন্তু চলতি অর্থবছরে কেনাবেচা দুটোই করেছে। কেনার তুলনায় বাংলাদেশ ব্যাংক বিক্রি করেছে বেশি। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক সাড়ে চার কোটি ডলার কিনে সাড়ে চার কোটি ডলার বিক্রি করেছে। তার আগের তিন মাসে সাড়ে ৩৭ কোটি ডলার বিক্রি করে মাত্র ৮০ লাখ ডলার কেনে।